سورة الواقعة

সূরা ওয়াক্বিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ৯৬, রুকূ ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿٣﴾

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ﴿٤﴾ وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ﴿٥﴾ فَكَانَتْ هَبَاءً

مُّنْبَثًّا ﴿٦﴾ وَّكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ﴿٧﴾ فَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ مَا

أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾ وَأَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ مَا أَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ﴿٩﴾

وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ﴿١٠﴾ أُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿١١﴾ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿١٢﴾

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ ﴿١٣﴾ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٤﴾ عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ﴿١٥﴾

مُّتَّكِئِيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ﴿١٦﴾ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ﴿١٧﴾

بِأَكْوَابٍ وَّأَبَارِيْقَ وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿١٨﴾ لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا

وَلَا يُنْزِفُوْنَ ﴿١٩﴾ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا

يَشْتَهُوْنَ ﴿٢١﴾ وَحُوْرٌ عِيْنٌ ﴿٢٢﴾ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ﴿٢٣﴾ جَزَآءً

بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَأْثِيْمًا ﴿٢٥﴾ إِلَّا

قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ﴿٢٦﴾ وَأَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ مَا أَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ﴿٢٧﴾ فِيْ

سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ﴿٢٨﴾ وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ﴿٢٩﴾ وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ﴿٣٠﴾ وَّمَآءٍ

مَّسْكُوْبٍ ﴿٣١﴾ وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ﴿٣٣﴾

وَّفُرُشٍ مَّرۡفُوۡعَةٍ ﴿٣٤﴾ اِنَّاۤ اَنۡشَاۡنٰهُنَّ اِنۡشَآءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلۡنٰهُنَّ اَبۡكَارًا ﴿٣٦﴾

عُرُبًا اَتۡرَابًا ﴿٣٧﴾ لِّاَصۡحٰبِ الۡيَمِيۡنِ ﴿٣٨﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ الۡاَوَّلِيۡنَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةٌ

مِّنَ الۡاٰخِرِيۡنَ ﴿٤٠﴾ وَاَصۡحٰبُ الشِّمَالِ ۙ مَاۤ اَصۡحٰبُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾

فِىۡ سَمُوۡمٍ وَّحَمِيۡمٍ ﴿٤٢﴾ وَّظِلٍّ مِّنۡ يَّحۡمُوۡمٍ ﴿٤٣﴾ لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيۡمٍ ﴿٤٤﴾

اِنَّهُمۡ كَانُوۡا قَبۡلَ ذٰلِكَ مُتۡرَفِيۡنَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُوۡا يُصِرُّوۡنَ عَلَى

الۡحِنۡثِ الۡعَظِيۡمِ ﴿٤٦﴾ وَكَانُوۡا يَقُوۡلُوۡنَ ۙ اَئِذَا مِتۡنَا وَكُنَّا تُرَابًا

وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبۡعُوۡثُوۡنَ ﴿٤٧﴾ اَوَ اٰبَآؤُنَا الۡاَوَّلُوۡنَ ﴿٤٨﴾ قُلۡ اِنَّ

الۡاَوَّلِيۡنَ وَالۡاٰخِرِيۡنَ ﴿٤٩﴾ لَمَجۡمُوۡعُوۡنَ ۙ اِلٰى مِيۡقَاتِ يَوۡمٍ

مَّعۡلُوۡمٍ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ اِنَّكُمۡ اَيُّهَا الضَّآلُّوۡنَ الۡمُكَذِّبُوۡنَ ﴿٥١﴾ لَاٰكِلُوۡنَ مِنۡ

شَجَرٍ مِّنۡ زَقُّوۡمٍ ﴿٥٢﴾ فَمَالِـُٔوۡنَ مِنۡهَا الۡبُطُوۡنَ ﴿٥٣﴾ فَشٰرِبُوۡنَ

عَلَيۡهِ مِنَ الۡحَمِيۡمِ ﴿٥٤﴾ فَشٰرِبُوۡنَ شُرۡبَ الۡهِيۡمِ ﴿٥٥﴾ هٰذَا

نُزُلُهُمۡ يَوۡمَ الدِّيۡنِ ﴿٥٦﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) যখন কিয়ামতের ঘটনা ঘটবে, (২) যার বাস্তবতায় কোন সংশয় নেই। (৩) এটা নীচু করে দেবে, সমুন্নত করে দেবে। (৪) যখন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী (৫) এবং পর্বতমালা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে (৬) অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা (৭) এবং তোমরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। (৮) যারা ডান দিকে, কত ভাগ্যবান তারা (৯) এবং যারা বাম দিকে, কত হতভাগা তারা! (১০) অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই (১১) তারাই নৈকট্যশীল, (১২) অবদানের উদ্যানসমূহে, (১৩) তারা একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে (১৪) এবং অল্প সংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে, (১৫) স্বর্ণখচিত সিংহাসনে (১৬) তারা তাতে হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে। (১৭) তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চিরকিশোরেরা (১৮) পানপাত্র, কুঁজা ও খাঁটি সুরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে, (১৯) যা পান করলে তাদের শিরঃপীড়া হবে না এবং বিকারগ্রস্তও হবে না। (২০) আর তাদের পছন্দমত ফল-মূল নিয়ে (২১) এবং রুচিমত পাখীর মাংস নিয়ে। (২২) তথায় থাকবে আনতনয়না হুরগণ (২৩) আবরণে রক্ষিত মোতির ন্যায় (২৪) তারা যা

কিছু করত, তার পুরস্কারস্বরূপ। (২৫) তারা তথায় অবান্তর ও কোন খারাপ কথা শুনবে না (২৬) কিন্তু শুনবে সালাম আর সালাম। (২৭) যারা ডান দিকে থাকবে, তারা কত ভাগ্যবান! (২৮) তারা থাকবে কাঁটাবিহীন বদরিকা বৃক্ষে (২৯) এবং কাঁদি কাঁদি কলায়, (৩০) এবং দীর্ঘ ছায়ায় (৩১) এবং প্রবাহিত পানিতে, (৩২) ও প্রচুর ফল-মূলে, (৩৩) যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধও নয়, (৩৪) আর থাকবে সমুন্নত শয্যায়। (৩৫) আমি জান্নাতী রমণিগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। (৩৬) অতঃপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, (৩৭) কামিনী, সমবয়স্কা (৩৮) ডান দিকের লোকদের জন্য। (৩৯) তাদের একদল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে (৪০) এবং একদল পরবর্তীদের মধ্য থেকে। (৪১) বাম পার্শ্বস্থ লোক, কত না হতভাগা তারা! (৪২) তারা থাকবে প্রখর বাষ্পে এবং উত্তপ্ত পানিতে, (৪৩) এবং ধূম্রকুঞ্জের ছায়ায় (৪৪) যা শীতল নয় এবং আরামদায়কও নয়। (৪৫) তারা ইতিপূর্বে স্বাচ্ছন্দ্যশীল ছিল। (৪৬) তারা সদাসর্বদা ঘোরতর পাপ-কর্মে ডুবে থাকত। (৪৭) তারা বলত : আমরা যখন মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি পুনরুত্থিত হব? (৪৮) এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও? (৪৯) বলুন : পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ, (৫০) সবাই একত্রিত হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে। (৫১) অতঃপর হে পথভ্রষ্ট, মিথ্যারোপকারিগণ! (৫২) তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে, (৫৩) অতঃপর তা দ্বারা উদর পূর্ণ করবে, (৫৪) অতঃপর তার উপর পান করবে উত্তপ্ত পানি। (৫৫) পান করবে পিপাসিত উটের ন্যায়। (৫৬) কিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন কিয়ামত ঘটবে, যার বাস্তবতায় কোন সংশয় নেই; (বরং তা ঘটা সম্পূর্ণ সত্য)। এটা (কতককে) নীচু করে দেবে এবং (কতককে) সমুন্নত করে দেবে। (অর্থাৎ সেদিন কাফিরদের লাঞ্ছনা এবং মু'মিনদের ইজ্জত প্রকাশ পাবে)। যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, অতঃপর তা হয়ে যাবে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা। তোমরা সবাই (যারা তখন বিদ্যমান থাকবে অথবা পূর্বে মারা গেছে, অথবা ভবিষ্যতে জন্মলাভ করবে) তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে [নৈকট্যশীল মু'মিন, সাধারণ মু'মিন ও কাফির। সূরা আর-রহমানেও এই তিন শ্রেণীর উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তী আয়াত-সমূহে নৈকট্যশীলদেরকে سابقون ও مقربون এবং সাধারণ মু'মিনকে اصحاب اليمين (ডান পার্শ্বস্থ লোক) ও কাফিরদেরকে اصحاب الشمال (বাম পার্শ্বস্থ লোক) বলা হয়েছে। আয়াত اذا وقعت থেকে ثلة পর্যন্ত কোন কোন ঘটনা প্রথম শিঙ্গা ফুঁকার সময়কার; যেমন رجت ও بست এবং কোন কোন ঘটনা

দ্বিতীয় শিঙ্গা ফুঁকার সময়কার; যেমন فَعَةٌ رَّا فِضَةٌ خَا এবং وَّ كُنْتُمْ اَزْوَاجًا -অতঃপর প্রকারত্রয়ের বিধান আলাদা আলাদা বর্ণনা করা হয়েছে, প্রথমে সংক্ষেপে ও পরে বিস্তারিত-ভাবে। তন্মধ্যে এক প্রকার এই যে] যারা ডানপার্শ্বের লোক, তারা কত ভাগ্যবান! (যাদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, তাদেরকে 'ডান পার্শ্বের লোক' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এই গুণটি নৈকট্যশীলদের মধ্যেও বিদ্যমান। কিন্তু এখানে কেবল এই গুণটি উল্লেখ করায় বোঝা যায় যে, তাদের মধ্যে অতিরিক্ত বিশেষ নৈকট্যের গুণ পাওয়া যায় না। ফলে এর উদ্দিষ্ট অর্থ হয়ে গেছে সাধারণ মু'মিনগণ। এতে সংক্ষেপে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তারা ভাগ্য-বান। অতঃপর فِىْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ আয়াতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার এই যে) যারা বাম পার্শ্বের লোক, কত হতভাগা তারা! (যাদের বাম হাতে আমল-নামা দেওয়া হবে, তাদেরকে 'বাম পার্শ্বের লোক' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে; অর্থাৎ কাফির সম্প্রদায়। এতে সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, তারা হতভাগা। অতঃপর فِىْ سَمُوْمٍ আয়াতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। তৃতীয় প্রকার এই যে) যারা সর্বোচ্চ স্তরের, তারা তো সর্বোচ্চ স্তরেরই। তারাই (আল্লাহ্‌র) নৈকট্যশীল। (এতে সব সর্বোচ্চ স্তরের বান্দা দাখিল আছেন---নবী, ওলী, সিদ্দীক ও কামিল মু'মিন। এতে সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, তাঁরা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। অতঃপর فِىْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ আয়াতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা) আরামের উদ্যানে থাকবে। عَلٰى سُرُرٍ আয়াতে এর আরও বিবরণ আসবে। মাঝখানে নৈকট্যশীলদের মধ্যে যে অনেক দল রয়েছে, তা বর্ণনা করা হচ্ছে)। তাদের (নৈকট্যশীলদের) একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং অল্প সংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে হবে। [পূর্ববর্তী বলে আদম (আ) থেকে নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পূর্ব পর্যন্ত এবং পরবর্তী বলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত বোঝানো হয়েছে। পূর্ববর্তীদের মধ্যে বেশী সংখ্যক এবং পরবর্তীদের মধ্যে অল্প সংখ্যক হওয়ার কারণ এই যে, বিশেষ লোকদের সংখ্যা প্রতি যুগেই কম থাকে। হযরত আদম (আ) থেকে শেষ নবী পর্যন্ত সময় সুদীর্ঘ। উম্মতে মুহাম্মদীর আবির্ভাব কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হয়েছে। কাজেই এ সময় কম। এমতাবস্থায় সুদীর্ঘ সময়ের বিশেষ লোকগণের তুলনায় কম সময়ের বিশেষ লোকগণের সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই কম হবে। কেননা, সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে লাখ, দু'লাখ তো পয়গম্বরই ছিলেন। শেষ নবীর সময়ে বা তার পরে অন্য কোন নবী নেই। তাই নৈকট্যশীলদের বিরাট দল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং উম্মতে-মুহাম্মদীর মধ্যে হবে কম সংখ্যক। অতঃপর নৈকট্যশীলদের প্রতিদানসমূহের বিশদ বিবরণ দেওয়া হচ্ছে:) তারা স্বর্ণখচিত সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে এবং

তাদের কাছে ঘোরাফিরা করবে চির-কিশোরেরা পানপাত্র, কুঁজা ও খাঁটি সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে। এটা পান করলে তাদের শিরঃপীড়া হবে না এবং বিকারগ্রস্তও হবে না। আর তাদের পছন্দমত ফলমূল নিয়ে এবং রুচিমত পাখীর মাংস নিয়ে। তাদের জন্য থাকবে আনতনয়না হুরগণ। (তাদের গায়ের রঙ হবে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ) আবরণে রক্ষিত মোতির মত। তারা যা কিছু করত, এটা তার পুরস্কারস্বরূপ। তারা তথায় কোন অর্থহীন বাজে কথা শুনবে না (অর্থাৎ সুরা পান করার কারণে অথবা এমনিতেও আনন্দ বিমলিনকারী কোন কিছু থাকবে না)। শুধুমাত্র (চতুর্দিক থেকে) সালাম আর সালামের আওয়াজ আসবে। (অন্য আয়াতে আছে ঃ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُم

এবং تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ এটা সম্মান ও সম্ভ্রমের দলীল। মোটকথা, আত্মিক ও দৈহিক সর্বপ্রকার আনন্দ ও বিলাসিতা থাকবে। এ পর্যন্ত নৈকট্যশীলদের পুরস্কার বর্ণিত হল। অতঃপর ডান পার্শ্বস্থ মু'মিনদের প্রতিদান বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) যারা ডানদিকে থাকবে, তারা কত ভাগ্যবান! (মাঝখানে নৈকট্যশীলদের প্রতিদানসমূহ বর্ণিত হওয়ার কারণে এ বাক্যটি পুনরায় উল্লেখ করতে হয়েছে। অতঃপর সাধারণ মু'মিনদের প্রতিদানসমূহের বিশদ বিবরণ দেওয়া হচ্ছে ঃ) তারা থাকবে এমন উদ্যানে, যাতে থাকবে কাঁটাবিহীন বদরিকা বৃক্ষ, কাঁদি কাঁদি কলা, দীর্ঘ ছায়া, প্রবাহিত পানি এবং প্রচুর ফলমূল, যা শেষ হবার নয় (যেমন দুনিয়াতে মওসুম শেষ হয়ে গেলে ফলও শেষ হয়ে যায়)। এবং নিষিদ্ধও নয় (যেমন দুনিয়াতে বাগানের মালিকরা নিষেধাজ্ঞা জারি করে)। আর থাকবে সমুন্নত শয্যা। (কেননা, এগুলো সমুন্নত স্তরে বিছানো থাকবে। এটা হবে বিলাস-ব্যসনের জায়গা। নারীর সঙ্গসুখ ব্যতীত বিলাস-ব্যসন পূর্ণ হয় না। এভাবে উপরোক্ত বিলাস-সামগ্রীর উল্লেখ দ্বারাই নারীর উপস্থিতিও জানা গেল। কাজেই অতঃপর إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ এর স্ত্রী-বাচক সর্বনাম দ্বারা জান্নাতী নারীদের আলোচনা করা হচ্ছে ঃ) আমি জান্নাতী রমণিগণকে (এতে জান্নাতের হুর এবং দুনিয়ার স্ত্রীগণ সবই শামিল রয়েছে; যেমন তিরমিযীতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতে যেসব রমণীকে নতুনভাবে সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে, তারা সেসব রমণী, যারা দুনিয়াতে বৃদ্ধা অথবা কুৎসিত ছিল। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আমি তাদেরকে) বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি; অর্থাৎ তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, [অর্থাৎ সহবাসের পর তারা আবার কুমারী হয়ে যাবে। 'দুররে-মনসূরে' আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-র হাদীস দ্বারা তাই প্রমাণিত আছে] কামিনী, (অর্থাৎ তাদের উঠাবসা, চলার ধরন এবং রূপ-লাবণ্য সবকিছুই কামোদ্দীপক এবং তারা জান্নাতী-দের) সমবয়স্কা। এগুলো ডান দিকের লোকদের জন্য। (অতঃপর বলা হচ্ছে যে, ডান দিকের লোকও বিভিন্ন প্রকার হবে; অর্থাৎ) তাদের এক বড় দল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং এক দল পরবর্তীদের মধ্য থেকে; (বরং পরবর্তীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা বেশী হবে। হাদীসে আছে যে, এই উম্মতের মু'মিনদের সমষ্টি পূর্ববর্তী সকল উম্মতের মু'মিনদের সমষ্টির চাইতে বেশী হবে। ডান দিকের লোকদের মর্যাদা যখন নৈকট্যশীলদের চাইতে

কম, তখন তাদের পুরস্কারও কম হবে। নৈকট্যশীলদের বিলাস-সামগ্রীর মধ্যে এমন সব বস্তুর প্রাধান্য রয়েছে, যেগুলো শহরবাসীরা পছন্দ করে এবং ডান দিকের লোকদের বিলাস-সামগ্রীর মধ্যে এমন সব বস্তুর প্রাধান্য রয়েছে, যেগুলো গ্রামবাসীরা পছন্দ করে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, উভয় দলের মধ্যকার পার্থক্য শহরবাসী ও গ্রামবাসীদের মধ্যকার পার্থক্যের অনুরূপ। অতঃপর কাফির সম্প্রদায় ও তাদের শাস্তি বর্ণনা করা হচ্ছেঃ) যারা বাম দিকের লোক, কত না হতভাগা তারা! (এর বিবরণ এই যে) তারা থাকবে আগুনে, উত্তপ্ত পানিতে, ধূম্রকুঞ্জের ছায়ায়, যা শীতল নয় এবং আরামদায়কও নয়। (অর্থাৎ এই ছায়ায় কোন দৈহিক ও আত্মিক উপকার থাকবে না। সূরা আর-রহমানে نحاس বলে এই ধূম্রকুঞ্জই বোঝানো হয়েছিল। অতঃপর শাস্তির কারণ বর্ণনা করা হচ্ছেঃ) তারা ইতিপূর্বে (দুনিয়াতে) স্বাচ্ছন্দ্যশীল ছিল, (এর ফলে) তারা ঘোরতর পাপ কর্মে (অর্থাৎ কুফর ও শিরকে) ডুবে থাকত (অর্থাৎ ঈমান আনত না। অতঃপর তাদের কুফর বর্ণনা করা হচ্ছে, যা তাদের সত্যান্বেষণের পথে বড় বাধা ছিল)। তারা বলতঃ আমরা যখন মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি পুনরুত্থিত হব এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও? [রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলেও কতক কাফির কিয়ামত অস্বীকার করত, তাই এ সম্পর্কে বলা হচ্ছেঃ] আপনি বলে দিনঃ পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ সবাই একত্রিত হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে। অতঃপর (অর্থাৎ একত্রিত হওয়ার পর) হে পথভ্রষ্ট, মিথ্যারোপকারিগণ! তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে, অতঃপর তা দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। এর উপর পান করবে ফুটন্ত পানি। তোমরা পান করবে পিপাসার্ত উটের ন্যায়। (মোটকথা) কিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা ওয়াকিয়ার বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বঃ অন্তিম রোগশয্যায় আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর শিক্ষাপ্রদ কথোপকথনঃ ইবনে কাসীর ইবনে আসাকিরের বরাত দিয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ যখন অন্তিম রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন আমিরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান গনী (রা) তাঁকে দেখতে যান। তখন তাঁদের মধ্যে শিক্ষাপ্রদ কথোপকথন হয়, তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলঃ

ওসমান গনী---ما تشتكى আপনার অসুখটা কি?

ইবনে মসউদ---ذنوبى আমার পাপসমূহই আমার অসুখ।

ওসমান গনী---ما تشتهى আপনার বাসনা কি?

ইবনে মসউদ---رحمة ربى আমার পালনকর্তার রহমত কামনা করি।

ওসমান গনী---আমি আপনার জন্য কোন চিকিৎসক ডাকব কি?

ইবনে মসউদ--- الطبيب امرضنى চিকিৎসকই আমাকে রোগাক্রান্ত করেছেন।

ওসমান গনী---আমি আপনার জন্য সরকারী বায়তুলমাল থেকে কোন উপঢৌকন পাঠিয়ে দেব কি ?

ইবনে মসউদ---لا حاجة لي فيها এর কোন প্রয়োজন নেই।

ওসমান গনী---উপঢৌকন গ্রহণ করুন। তা আপনার পর আপনার কন্যাদের উপকারে আসবে।

ইবনে মসউদ---আপনি চিন্তা করছেন যে, আমার কন্যারা দারিদ্র্য ও উপবাসে পতিত হবে। কিন্তু আমি এরূপ চিন্তা করি না। কারণ, আমি কন্যাদেরকে জোর নির্দেশ দিয়ে রেখেছি যে, তারা যেন প্রতি রাতে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করে। আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ

من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا

যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করবে, সে কখনও উপবাস করবে না।

ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর অন্যান্য সনদ ও কিতাব থেকেও এর সমর্থন পেশ করেছেন।

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ----ইবনে কাসীর বলেন ঃ ওয়াকিয়া কিয়ামতের অন্যতম নাম। কেননা, এর বাস্তবতায় কোনরূপ সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই।

لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ---كاذبة শব্দটি عافية-এর ন্যায় একটি ধাতু। অর্থ এই যে, কিয়ামতের বাস্তবতা মিথ্যা হতে পারে না।

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ----হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে এই বাক্যের তফসীর এই যে, কিয়ামতের ঘটনা অনেক উচ্চ মর্যাদাশীল জাতি ও ব্যক্তিকে নীচ করে দেবে এবং অনেক নীচ ও হেয় জাতি ও ব্যক্তিকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করে দেবে। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামত ভয়াবহ হবে এবং এতে অভিনব বিপ্লব সংঘটিত হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও বিপ্লব সাধিত হলে দেখা যায় যে, উপরের লোক নীচে এবং নীচের লোক উপরে উঠে যায় এবং নিঃস্ব ধনবান আর ধনবান নিঃস্ব হয়ে যায়।---(রূহুল মা'আনী)

হাশরের ময়দানে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে ঃ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً

ইবনে কাসীর বলেন ঃ কিয়ামতের দিন সব মানুষ তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। এক দল আরশের ডান পার্শ্বে থাকবে। তারা আদম (আ)-এর ডান পার্শ্ব থেকে পয়দা হয়েছিল এবং তাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেওয়া হবে। তারা সবাই জান্নাতী।

দ্বিতীয় দল আরশের বামদিকে একত্রিত হবে। তারা আদম (আ)-এর বাম পার্শ্ব

থেকে পয়দা হয়েছিল এবং তাদের আমলনামা তাদের বাম হাতে দেওয়া হবে। তারা সবাই জাহান্নামী।

তৃতীয় দল হবে অগ্রবর্তীদের দল। তারা আরশাধিপতির সামনে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও নৈকট্যের আসনে থাকবে। তারা হবেন নবী, রসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও ওলীগণ। তাঁদের সংখ্যা প্রথমোক্ত দলের তুলনায় কম হবে।

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ---ইমাম আহমদ (র) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে প্রশ্ন করলেনঃ তোমরা জান কি, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র ছায়ার দিকে কারা অগ্রবর্তী হবে? সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেনঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ তারাই অগ্রবর্তী হবে, যাদেরকে সত্যের দাওয়াত দিলে কবূল করে, যারা প্রাপ্য চাইলে পরিশোধ করে এবং অন্যের ব্যাপারে তাই ফয়সালা করে। যা নিজের ব্যাপারে করে।

মুজাহিদ বলেনঃ سابقين তথা অগ্রবর্তিগণ বলে পয়গম্বরগণকে বোঝানো হয়েছে। ইবনে সিরীন (রা)-এর মতে যারা বায়তুল মুকাদ্দাস ও বায়তুল্লাহ্---উভয় কেবলার দিকে মুখ করে নামায পড়েছে, তারা অগ্রবর্তিগণ। হযরত হাসান ও কাতাদাহ্ (রা) বলেনঃ প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী দল হবে। কারও কারও মতে যারা সবার আগে মসজিদে গমন করে, তারাই অগ্রবর্তী।

এসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর ইবনে কাসীর বলেনঃ এসব উক্তি স্ব স্ব স্থানে সঠিক ও বিশুদ্ধ। এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ, দুনিয়াতে যারা সৎ কাজে অন্যের চাইতে অগ্রে, পরকালেও তারা অগ্রবর্তীরূপে গণ্য হবে। কেননা, পরকালের প্রতিদান দুনিয়ার কর্মের ভিত্তিতে দেওয়া হবে।

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ শব্দের অর্থ দল। যামাখশারীর মতে বড় দল।---(রূহুল মা'আনী)

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কারা ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে দু'জায়গায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তীর বিভাগ উল্লিখিত হয়েছে---নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় এবং সাধারণ মু'মিনদের বর্ণনায়। নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের একটি বড় দল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে এবং অল্প সংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে হবে। সাধারণ মু'মিনদের বর্ণনায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় জায়গায় ثُلَّةٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, সাধারণ মু'মিনদের একটি বড় দল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে এবং একটি বড় দল পরবর্তীদের মধ্য থেকেও হবে।

এখন চিন্তা সাপেক্ষ বিষয় এই যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বলে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে? এ প্রসঙ্গে তফসীরবিদগণ দু'রকম উক্তি করেছেন। এক. হযরত আদম (আ)

থেকে শুরু করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পূর্ব পর্যন্ত সব মানুষ পূর্ববর্তী এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত সব মানুষ পরবর্তী। মুজাহিদ, হাসান বসরী, ইবনে জরীর (র) প্রমুখ এই তফসীর করেছেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপেও তাই নেওয়া হয়েছে। হযরত জাবের (রা)-এর বর্ণিত একটি হাদীস এই তফসীরের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। হাদীসে বলা হয়েছেঃ যখন অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সম্পর্কে প্রথম আয়াত ثُلَّةٌ مِّنَ-

الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ নাযিল হল, তখন হযরত ওমর (রা) বিস্ময় সহকারে আরয করলেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সা)! পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সংখ্যা বেশী এবং আমাদের মধ্যে কম হবে কি? অতঃপর এক বছর পর্যন্ত পরবর্তী আয়াত নাযিল হয়নি। এক বছর পরে যখন ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ

مِّنَ الْآخِرِينَ নাযিল হল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ

اسمع يا عمر ما قد انزل الله ثلة من الاولين و ثلة من الاخرين الا و ان من ادم الى ثلة و امتى ثلة -

শোন হে ওমর, আল্লাহ্ নাযিল করেছেন---পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকেও এক বড় দল এবং পরবর্তীদের মধ্য থেকেও এক বড় দল হবে। মনে রেখ, আদম (আ) থেকে শুরু করে আমা পর্যন্ত এক বড় দল এবং আমার উম্মত অপর বড় দল।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত এক হাদীস থেকেও এই বিষয়বস্তুর সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেনঃ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ

مِّنَ الْآخِرِينَ আয়াতখানি যখন নাযিল হয়, তখন সাহাবায়ে কিরাম ব্যথিত হন যে আমরা পূর্ববর্তী উম্মতদের তুলনায় কম সংখ্যক হব। তখন ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ

وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ আয়াতখানি নাযিল হয়। তখন রসূলে করীম (সা) বললেনঃ আমি আশা করি যে, তোমরা (অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদী) জান্নাতে সমগ্র উম্মতের

মুকাবিলায় এক-চতুর্থাংশ, এক-তৃতীয়াংশ বরং অর্ধেক হবে। বাকী অর্ধেকের মধ্যেও তোমাদের কিছু অংশ থাকবে---(ইবনে কাসীর)। এর ফলশ্রুতি এই যে, সমষ্টিগতভাবে জান্নাতীদের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মদী হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু উপরোক্ত হাদীসদ্বয়কে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা নির্ভেজাল নয়। কেননা, প্রথম আয়াত وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় এবং দ্বিতীয় আয়াত وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ তাদের বর্ণনায় নয়; বরং সাধারণ মু'মিনদের বর্ণনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

এর জওয়াবে 'রূহুল মা'আনী' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ প্রথম আয়াত শুনে সাহাবায়ে কিরাম ও হযরত ওমর (রা) দুঃখিত হওয়ার কারণ এরূপ হতে পারে যে, তাঁরা মনে করেছেন অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের মধ্যে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের যে হার, সাধারণ মু'মিনদের মধ্যেও সেই হার অব্যাহত থাকবে। ফলে সমগ্র জান্নাতবাসীদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম হবে। কিন্তু পরের আয়াতে সাধারণ মু'মিনদের বর্ণনা যখন ثُلَّةٌ (বড় দল) শব্দটি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হল, তখন তাঁদের সন্দেহ দূর হয়ে গেল এবং তাঁরা বুঝলেন যে, সমষ্টিগতভাবে জান্নাতীদের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মদী সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। তবে অগ্রবর্তীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা কম হবে। এর বিশেষ কারণ এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে পয়গম্বরই রয়েছেন বিপুল সংখ্যক। কাজেই তাঁদের মুকাবিলায় উম্মতে মুহাম্মদী কম হলেও সেটা দুঃখের বিষয় নয়।

দুই. তফসীরবিদগণের দ্বিতীয় উক্তি এই যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বলে এই উম্মতেরই দু'টি স্তর বোঝানো হয়েছে। পূর্ববর্তী বলে 'কুনে-উলা' তথা সাহাবী, তাবেয়ী প্রমুখদের যুগকে এবং পরবর্তী বলে তাঁদের পরবর্তী কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুসলমান সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। ইবনে কাসীর, আবূ হাইয়ান, কুরতুবী, রূহুল মা'আনী, মাযহারী ইত্যাদি তফসীর গ্রন্থে এই দ্বিতীয় উক্তিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

প্রথম উক্তির সমর্থনে হযরত জাবের (রা) বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে ইবনে কাসীর বলেন যে, এর সনদ অগ্রাহ্য। দ্বিতীয় উক্তির প্রমাণ হিসাবে তিনি কোরআন পাকের সেসব আয়াত পেশ করেছেন, যেগুলোতে বলা হয়েছে যে, উম্মতে মুহাম্মদী শ্রেষ্ঠতম উম্মত; যেমন كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ইত্যাদি আয়াত। তিনি আরও বলেছেন যে, অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সংখ্যা অন্যান্য উম্মতের তুলনায় এই শ্রেষ্ঠতম উম্মতে কম হবে---এ কথা মেনে নেওয়া যায় না। তাই এ কথাই অধিক সঙ্গত যে, পূর্ববর্তিগণের অর্থ এই উম্মতের প্রথম যুগের মনীষিগণ এবং পরবর্তিগণের অর্থ তাঁদের পরবর্তী লোকগণ। তাদের মধ্যে নৈকট্যশীলদের সংখ্যা কম হবে।

এর সমর্থনে ইবনে কাসীর হাসান বসরী (র)-এর উক্তি পেশ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

পূর্ববর্তিগণ তো আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ইয়া আল্লাহ্, আমাদেরকে সাধারণ মু'মিন তথা আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত করে দিন। অন্য এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি পূর্ববর্তিগণের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ

من مضى من هذه الامة অর্থাৎ পূর্ববর্তিগণ হচ্ছে এই উম্মতেরই পূর্ববর্তী লোকগণ।

এমনিভাবে মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রা) বলেন ঃ আলিমগণ বলেন এবং আশা রাখেন যে, এই উম্মতের মধ্য থেকেই পূর্ববর্তিগণ ও পরবর্তিগণ হোক।---(ইবনে কাসীর)

রূহুল মা'আনীতে দ্বিতীয় তফসীরের সমর্থনে হযরত আবূ বকর (রা) এর রেওয়ায়েত-ক্রমে নিম্নোক্ত হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে ঃ

عن ابى بكرة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله سبحانه ثلة من الاولين وثلة من الاخرين قال هم جميعا من هذه الامة -

একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং একদল পরবর্তীদের মধ্য থেকে---আল্লাহ্ তা'আলার এই উক্তির তফসীর প্রসঙ্গে নবী করীম (সা) বলেন ঃ তারা সবাই এই উম্মতের মধ্য থেকে হবে।

এই তফসীর অনুযায়ী শুরুতে وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً এই আয়াতে উম্মতে মুহাম্মদীকেই সম্বোধন করা হয়েছে এবং প্রকারত্রয় উম্মতে মুহাম্মদী হবে।---(রূহুল-মা'আনী)

তফসীরে মাযহারীতে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, কোরআন পাক থেকে সুস্পষ্ট-রূপে বোঝা যায়, উম্মতে মুহাম্মদী পূর্ববর্তী সকল উম্মতের চাইতে শ্রেষ্ঠ। বলা বাহুল্য, কোন উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব তার ভিতরকার উচ্চস্তরের লোকদের সংখ্যাধিক্য দ্বারাই হয়ে থাকে। তাই শ্রেষ্ঠতম উম্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সংখ্যা কম হবে---এটা সুদূরপরা-হত। যেসব আয়াত দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়, সেগুলো এই ঃ

لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ এবং كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

انتم تتمون سبعين امة انتم اخيرها واكرمها على الله تعالى

---তোমরা সত্তরটি উম্মতের পরিশিষ্ট হবে। তোমরা সর্বশেষে এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সর্বাধিক সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ হবে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমরা

জান্নাতীদের এক-চতুর্থাংশ হবে---এতে তোমরা সন্তুষ্ট আছ কি ? আমরা বললাম ঃ নিশ্চয় আমরা এতে সন্তুষ্ট। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ والذى نفسى بيده انى لارجو ان تكونوا نصف اهل الجنة - যে সত্তার করায়ত্ত আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম, আমি আশা করি তোমরা জান্নাতের অর্ধেক হবে।---(বুখারী, মাযহারী)

اهل الجنة مائة وعشرون صفا ثمانون منها من هذه الامة واربعون من سائر الامم -

জান্নাতীগণ মোট একশ' বিশ কাতারে থাকবে। তন্মধ্যে আশি কাতার এই উম্মতের মধ্য থেকে হবে এবং অবশিষ্ট চল্লিশ কাতারে সমগ্র উম্মত শরীক হবে।

উপরোক্ত রেওয়ায়েতসমূহে অন্যান্য উম্মতের তুলনায় এই উম্মতের জান্নাতীদের পরিমাণ কোথাও এক-চতুর্থাংশ, কোথাও অর্ধেক এবং শেষ রেওয়ায়েতে দুই-তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে। এতে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ, এগুলো রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অনুমান মাত্র। অনুমান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ হয়েই থাকে।

عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ----ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, বায়হাকী প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, موضونة-এর অর্থ স্বর্ণখচিত বস্ত্র।

وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ----অর্থাৎ এই কিশোররা সর্বদা কিশোরই থাকবে। তাদের মধ্যে বয়সের কোন তারতম্য দেখা দেবে না। হুরদের ন্যায় এই কিশোরগণও জান্নাতেই পয়দা হবে এবং তারা জান্নাতীদের খিদমতগার হবে। হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, একজন জান্নাতীর কাছে হাজারো খাদিম থাকবে।---(মাযহারী)

بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ---اكواب শব্দটি كوب-এর বহুবচন। অর্থ গ্লাসের ন্যায় পানপাত্র। اباريق শব্দটি ابريق এর বহুবচন। এর অর্থ কুজা। كاس এর অর্থ সুরা পানের পিয়ালা। معين এর উদ্দেশ্য এই যে, এই একটি ঝরনা থেকে আনা হবে।

لَا يُصَدَّعُوْنَ---এটা صدع থেকে উদ্ভূত। অর্থ মাথাব্যথা। দুনিয়ার সুরা অধিক মাত্রায় পান করলে মাথাব্যথা ও মাথাঘোরা দেখা দেয়। জান্নাতের সুরা এই সুরার উপসর্গ থেকে পবিত্র হবে।

لَا يُنْزِفُوْنَ---نزف এর আসল অর্থ কূপের সম্পূর্ণ পানি উত্তোলন করা। এখানে অর্থ জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে ফেলা।

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ---অর্থাৎ রুচিসম্মত পাখীর গোশ্ত। হাদীসে আছে, জান্নাতীগণ যখন যেভাবে পাখীর গোশ্ত খেতে চাইবে, তখন সেভাবে প্রস্তুত হয়ে তাদের সামনে এসে যাবে।---(মাযহারী)

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ---মু'মিন, মুত্তাকী ও ওলীগণই প্রকৃতপক্ষে 'আসহাবুল ইয়ামীন' তথা ডান পার্শ্বস্থ লোক। পাপী মুসলমানগণও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে ---কেউ তো নিছক আল্লাহ্ তা'আলার কৃপায়, কেউ কোন নবী ও ওলীর সুপারিশের পর এবং কেউ আযাব ভোগ করবে, কিন্তু পাপ পরিমাণে আযাব ভোগ করার পর পবিত্র হয়ে 'আসহাবুল ইয়ামীনের' অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কারণ, পাপী মু'মিনের জন্য জাহান্নামের অগ্নি প্রকৃতপক্ষে আযাব নয়, বরং আবর্জনা থেকে পবিত্র হওয়ার একটি কৌশল মাত্র। ---(মাযহারী)

فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ---জান্নাতের অবদানসমূহ অসংখ্য, অদ্বিতীয় ও কল্পনাতীত। তন্মধ্যে কোরআন পাক মানুষের বোধগম্য ও পছন্দসই বস্তুসমূহ উল্লেখ করেছে। আরবরা যেসব চিত্ত বিনোদন ও যেসব ফল-মূলকে পছন্দ করত, এখানে তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হয়েছে। سِدْرٍ-এর অর্থ বদরিকা বৃক্ষ مَخْضُودٍ এর অর্থ যার কাঁটা কেটে ফেলা হয়েছে এবং ফলভারে বৃক্ষ নুয়ে পড়েছে। জান্নাতের বদরিকা দুনিয়ার বদরিকার ন্যায় হবে না; বরং এগুলো আকৃতিতে অনেক বড় এবং স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয় হবে। طَلْحٍ এর অর্থ কলা مَنْضُودٍ-এর অর্থ কাঁদি কাঁদি ظِلٍّ مَّمْدُودٍ এর অর্থ দীর্ঘ ছায়া। হাদীসে আছে---অশ্বে আরোহণ করে শত শত বছরেও তা অতিক্রম করা যাবে না। مَاءٍ مَّسْكُوبٍ -এর অর্থ মাটির উপর প্রবাহিত পানি।

فَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ---প্রচুর ফল; অর্থাৎ ফলের সংখ্যাও বেশী হবে এবং প্রকারও অনেক হবে। لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ---দুনিয়ার সাধারণ ফলের অবস্থা এই যে, মওসুম শেষ হয়ে গেলে ফলও শেষ হয়ে যায়। কোন ফল গ্রীষ্মকালে হয় এবং মওসুম শেষ হয়ে গেলে নিঃশেষ হয়ে যায়। আবার কোন ফল শীতকালে হয় এবং শীতকাল শেষ হয়ে গেলে ফলের নাম-নিশানাও অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু জান্নাতের প্রত্যেক ফল চিরস্থায়ী হবে---কোন মওসুমের মধ্যে সীমিত থাকবে না। এমনিভাবে দুনিয়াতে বাগানের পাহারাদাররা ফল ছিঁড়তে নিষেধ করে কিন্তু জান্নাতের ফল ছিঁড়তে কোন বাধা থাকবে না।

وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ---فُرُشٍ শব্দটি فِرَاشٌ এর বহুবচন। অর্থ বিছানা, ফরাশ। উচ্চ স্থানে বিছানো থাকবে বিধায় জান্নাতের শয্যা সমুন্নত হবে। দ্বিতীয়ত এই বিছানা

মাটিতে নয়, পালঙ্কের উপর থাকবে। তৃতীয়ত স্বয়ং বিছানাও খুব পুরু হবে। কারও কারও মতে এখানে বিছানা বলে শয্যাশায়িনী নারী বোঝানো হয়েছে। কেননা নারীকেও বিছানা বলে ব্যক্ত করা হয়। হাদীসে আছে الولد للفراش—পরবর্তী আয়াতসমূহে জান্নাতী নারীদের আলোচনাও এরই ইঙ্গিত---(মাযহারী) এই অর্থ অনুযায়ী مرفوعة এর অর্থ হবে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত।

اِنَّا اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَاءً—اِنشاء শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা। هن সর্বনাম দ্বারা জান্নাতের নারীদেরকে বোঝানো হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতে فراش-এর অর্থ জান্নাতে নারী হলে তার স্থলেই এই সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া শয্যা, বিছানা ইত্যাদি ভোগ-বিলাসের বস্তু উল্লেখ করায় নারীও তার অন্তর্ভুক্ত আছে বলা যায়। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি জান্নাতের নারীদেরকে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেছি। জান্নাতী হুরদের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রক্রিয়া এই যে, তাদেরকে জান্নাতেই প্রজনন ক্রিয়া ব্যতিরেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। দুনিয়ার যেসব নারী জান্নাতে যাবে, তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ ভঙ্গি এই যে, যারা দুনিয়াতে কুশ্রী, কৃষ্ণাঙ্গী অথবা বৃদ্ধা ছিল, জান্নাতে তাদেরকে সুশ্রী-যুবতী ও লাবণ্যময়ী করে দেওয়া হবে। হযরত আনাস (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে উপরোক্ত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যেসব নারী দুনিয়াতে বৃদ্ধা, শ্বেত কেশিনী ও কদাকার ছিল, এই নতুন সৃষ্টি তাদেরকে সুন্দর, ষোড়শী যুবতী করে দেবে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেনঃ একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) গৃহে আগমন করলেন! তখন এক বৃদ্ধা আমার কাছে বসা ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এ কে? আমি আরয করলামঃ সে আমার খালা সম্পর্ক হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) রসচ্ছলে বললেনঃ لا تدخل الجنة عجوز—অর্থাৎ জান্নাতে কোন বৃদ্ধা প্রবেশ করবে না। একথা শুনে বৃদ্ধা বিষণ্ণ হয়ে গেল! কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে কাঁদতে লাগল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং স্বীয় উক্তির অর্থ এই বর্ণনা করলেন যে, বৃদ্ধারা যখন জান্নাতে যাবে, তখন বৃদ্ধা থাকবে না; বরং যুবতী হয়ে প্রবেশ করবে। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে শোনালেন।---(মাযহারী)

اَبْكَارًا—এটা بكر-এর বহুবচন। অর্থ কুমারী বালিকা। উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতের নারীদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হবে যে, প্রত্যেক সঙ্গম-সহবাসের পর তারা আবার কুমারী হয়ে যাবে।

عُرُبًا—এটা عروبة—এর বহুবচন। অর্থ স্বামী-সোহাগিনী ও প্রেমিকা নারী।

اَتْرَابًا—এটা ترب-এর বহুবচন। অর্থ সমবয়স্ক। জান্নাতে পুরুষ ও নারী

সব এক বয়সের হবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, প্রত্যেকের বয়স তেত্রিশ বছর হবে।---(মাযহারী)

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ—ثلة শব্দের অর্থ এবং اولين ও

اخرين-এর তফসীর পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যদি اولين তথা পূর্ববর্তিগণ বলে হযরত আদম (আ) থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পূর্ব পর্যন্ত লোকগণ এবং اخرين তথা পরবর্তি-গণ বলে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে কিয়ামত পর্যন্ত লোকগণ বোঝানো হয়, তবে এই আয়াতের সারমর্ম এই হবে যে, 'আসহাবুল-ইয়ামীন' তথা মু'মিন-মুত্তাকিগণ পূর্ববর্তী সমগ্র উম্মতের মধ্য থেকে একটি বড় দল হবে এবং একা উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্য থেকে একটি বড় দল হবে। এমতাবস্থায় এটা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য কম গৌরবের বিষয় নয় যে, তারা পূর্ববর্তী লক্ষ লক্ষ পয়গম্বরের উম্মতের সমান হয়ে যাবে ; অথচ তাদের সময়কাল খুবই সংক্ষিপ্ত। এছাড়া ثلة শব্দের মধ্যে এরূপ অবকাশও আছে যে, পরবর্তীদের বড় দলের লোকসংখ্যা পূর্ববর্তীদের বড় দলের লোকসংখ্যার চেয়ে বেশী হবে।

পক্ষান্তরে যদি পূর্ববর্তিগণ এই উম্মতের মধ্য থেকেই হয়, তবে প্রমাণিত হয় যে, এই উম্মত শেষের দিকেও অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের থেকে বঞ্চিত থাকবে না ; যদিও শেষ যুগে এরূপ লোকের সংখ্যা কম হবে। সাধারণ মু'মিন, মুত্তাকী ও ওলী তো এই উম্মতের শুরু ও শেষভাগে বিপুল সংখ্যক থাকবে এবং তাদের কোন যুগ 'আসহাবুল-ইয়ামীন' থেকে খালি থাকবে না। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত মুয়াবিয়া (রা) বর্ণিত হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমার উম্মতের একটি দল সদাসর্বদা সত্যের উপর কায়েম থাকবে। হাজারো বিরোধিতা ও বাধাবিপত্তির মধ্যেও তারা সৎ পথ প্রদর্শনের কাজ অব্যাহত রাখবে। কারও বিরোধিতা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। কিয়ামত পর্যন্ত এই দল স্বীয় কর্তব্য পালন করে যাবে।

نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ﴿٥٧﴾ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ﴿٥٨﴾ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٥٩﴾ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٦٠﴾ عَلٰۤى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ﴿٦٣﴾ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ﴿٦٤﴾

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ﴿٦٥﴾ اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ﴿٦٦﴾
بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٦٧﴾ اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ﴿٦٨﴾ ءَاَنْتُمْ
اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا
فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾ اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِيْ تُوْرُوْنَ ﴿٧١﴾ ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ
شَجَرَتَهَآ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا
لِّلْمُقْوِيْنَ ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٧٤﴾

(৫৭) আমিই সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে। অতঃপর কেন তোমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস কর না? (৫৮) তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে? (৫৯) তোমরা তাকে সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? (৬০) আমি তোমাদের মৃত্যুকাল নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই। (৬১) এ ব্যাপারে যে, তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের মত লোককে নিয়ে আসি এবং তোমাদেরকে এমন করে দিই, যা তোমরা জান না। (৬২) তোমরা অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে, তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন? (৬৩) তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? (৬৪) তোমরা তাকে উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্নকারী? (৬৫) আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটা করে দিতে পারি, অতঃপর হয়ে যাবে তোমরা বিস্ময়াবিষ্ট। (৬৬) বলবে: আমরা তো ঋণের চাপে পড়ে গেলাম; (৬৭) বরং আমরা হৃতসর্বস্ব হয়ে পড়লাম। (৬৮) তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? (৬৯) তোমরা তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি বর্ষণ করি? (৭০) আমি ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি, অতঃপর তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না? (৭১) তোমরা যে অগ্নি প্রজ্বলিত কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? (৭২) তোমরা কি এর বৃক্ষ সৃষ্টি করেছ, না আমি সৃষ্টি করেছি? (৭৩) আমিই সেই বৃক্ষকে করেছি স্মরণিকা এবং মরুবাসীদের জন্য সামগ্রী। (৭৪) অতএব আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি তোমাদেরকে (প্রথমবার) সৃষ্টি করেছি (যা তোমরাও স্বীকার কর)। অতঃপর তোমরা (তওহীদকে ও কিয়ামতকে) সত্য বলে বিশ্বাস কর না কেন? (অতঃপর সৃষ্টির বিবরণ দিয়ে উপদেশ দান করা হচ্ছে:) তোমরা যে (নারীদের গর্ভাশয়ে) বীর্যপাত কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তাকে সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? (বলা-বাহুল্য, আমিই সৃষ্টি করি)। আমি তোমাদের মৃত্যুর (নির্দিষ্ট) কাল নির্ধারিত করেছি।

(উদ্দেশ্য এই যে, সৃষ্টি করা এবং সৃষ্টিকে বিশেষ সময় পর্যন্ত অব্যাহত রাখা আমারই কাজ। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, তোমাদের বর্তমান আকার-আকৃতি বাকী রাখাও আমারই কাজ এবং) আমি এ ব্যাপারে অক্ষম নই যে, তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের মত লোককে নিয়ে আসি এবং তোমাদেরকে এমন আকৃতি দিই, যা তোমরা জান না। (উদাহরণত জন্তু জানোয়ারের আকৃতি দান করি, যা তোমরা ধারণাও করতে পার না। অতঃপর এর দলীল বলা হচ্ছে ঃ) তোমরা প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত হয়েছ (যে, তা আমারই কাজ)। তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন ? (অনুধাবন করে এই অবদানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তওহীদ স্বীকার কর এবং কিয়ামতে পুনরুজ্জীবনকে মেনে নাও)। তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি ? তোমরা তা উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্ন করি ? (অর্থাৎ মাটিতে বীজ বপন করার মধ্যে তো তোমাদের কিছু হাত আছে ; কিন্তু বীজকে অংকুরিত করা কার কাজ ? অতঃপর বলা হচ্ছে যে, মাটি থেকে ফসল উৎপন্ন করা যেমন আমার কাজ ; তেমনি ফসল দ্বারা উপকার লাভ করাও আমার কুদরতের উপর নির্ভরশীল)। আমি ইচ্ছা করলে তাকে (উৎপাদিত ফসলকে) খড়কুটা করে দিতে পারি (অর্থাৎ দানা মোটেই হবে না, গাছ শুকিয়ে খড়কুটা হয়ে যাবে)। অতঃপর তোমরা আশ্চর্য হয়ে বলাবলি করবে যে, (এবার তো) আমরা ঋণের চাপে পড়ে গেলাম। বরং আমরা সম্পূর্ণ হৃতসর্বস্ব হয়ে পড়লাম। (অর্থাৎ সমগ্র সম্পদই গেল। অতঃপর আরও হুঁশিয়ার করা হচ্ছে ঃ তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি ? তোমরা তা মেঘ থেকে বর্ষণ কর, না আমি বর্ষণ করি ? (এরপর এই পানিকে পানোপযোগী করা আমার অপর নিয়ামত)। আমি ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি, অতঃপর তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না কেন ? (তওহীদ বিশ্বাস ও কুফর বর্জনই বড় কৃতজ্ঞতা। অতঃপর আরও হুঁশিয়ার করা হচ্ছে ঃ) তোমরা যে অগ্নি প্রজ্বলিত কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি ? তার বৃক্ষকে (যা থেকে অগ্নি নির্গত হয় এমনিভাবে যেসব উপায়ে অগ্নি সৃষ্টি হয় সেসব উপায়কে) তোমরা সৃষ্টি করেছ, না আমি সৃষ্টি করেছি ? আমি তাকে (জাহান্নামের অগ্নির অথবা আমার কুদরতের) স্মরণিকা এবং মুসাফিরদের জন্য সামগ্রী করেছি। (স্মরণিকা একটি পারলৌকিক উপকার এবং অগ্নি দ্বারা রন্ধন করা একটি জাগতিক উপকার। 'মুসাফিরের জন্য' বলার কারণ এই যে, সফরে অগ্নি দুর্লভ হওয়ার কারণে একটি দরকারী সামগ্রী হয়ে থাকে) অতএব (যার এমন শক্তি) আপনি আপনার (সেই) মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত হাশরে মানুষের তিন প্রকার এবং তাদের প্রতিদান ও শাস্তির বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এমন পথভ্রষ্ট মানুষকে হুঁশিয়ার করা হচ্ছে, যারা মূলত কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার এবং পুনরুজ্জীবনেই বিশ্বাসী নয়। অথবা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে অপরকে অংশীদার সাব্যস্ত করে। উদ্দেশ্য মানুষের সেই উদাসীনতা ও মূর্খতার মুখোস উন্মোচন করা, যে তাকে ভ্রান্তিতে লিপ্ত করে রেখেছে। এর ব্যাখ্যা এই যে, এই বিশ্বচরাচরে যা কিছু বিদ্যমান আছে অথবা হচ্ছে অথবা ভবিষ্যতে হবে,

এগুলোকে সৃষ্টি করা, স্থায়ী রাখা এবং মানুষের বিভিন্ন উপকারে নিয়োজিত করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও রহস্যের লীলা। যদি কারণাদির যবনিকা মাঝখানে না থাকে এবং মানুষ এসব বস্তুর সৃষ্টি প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করে তবে সে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এ জগতকে পরীক্ষাগার করেছেন। তাই এখানে যা কিছু অস্তিত্ব ও বিকাশ লাভ করে সব কারণাদির অন্তরালে বিকাশ লাভ করে।

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি ও রহস্যের বলে কারণাদি ও ঘটনাবলীর মধ্যে এমন এক অটুট যোগসূত্র স্থাপন করে রেখেছেন যে, কারণ অস্তিত্ব লাভ করার সাথে সাথে ঘটনা অস্তিত্ব লাভ করে। কারণ ও ঘটনা যেন একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাহ্যদর্শী মানুষ কারণাদির এই বেড়াজালে আটকে যায় এবং সৃষ্টকর্মকে কারণাদির সাথেই সম্বন্ধযুক্ত মনে করতে থাকে। যবনিকার অন্তরাল থেকে যে আসল শক্তি কারণ ও ঘটনাবলীকে সক্রিয় করে, তার দিকে বাহ্যদর্শী মানুষের দৃষ্টি যায় না।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে খোদ মানব সৃষ্টির স্বরূপ উদঘাটন করেছেন, এরপর মানবীয় প্রয়োজনাদি সৃষ্টির মুখোস উন্মোচিত করেছেন। মানুষকে সম্বোধন করে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন এবং এসব প্রশ্নের মাধ্যমে সঠিক উত্তরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। কেননা, প্রশ্নের মধ্যেই কারণাদির দুর্বলতা ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রথম আয়াত একটি দাবী এবং পরবর্তী আয়াতগুলো এর স্বপক্ষে প্রমাণ। সর্বপ্রথম স্বয়ং মানব সৃষ্টি সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করা হয়েছে। কারণ, গাফিল মানুষ প্রত্যহ দেখে যে, পুরুষ ও নারীর যৌন মিলনের ফলে গর্ভসঞ্চার হয়। এরপর তা জননীর গর্ভাশয়ে আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং নয় মাস পর একটি পরিপূর্ণ মানবরূপে ভূমিষ্ঠ হয়ে যায়। এই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার কারণে বাহ্যদর্শী মানুষের দৃষ্টি এতই নিবদ্ধ থেকে যায় যে, পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক মিলনই মানব সৃষ্টির প্রকৃত কারণ। তাই প্রশ্ন করা হয়েছে : أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ

---অর্থাৎ হে মানব! একটু ভেবে দেখ, সন্তান জন্মলাভ করার মধ্যে তোমার হাত এতটুকুই তো যে, তুমি এক ফোঁটা বীর্য বিশেষ স্থানে পৌঁছিয়ে দিয়েছ। এরপর তোমার জানা আছে কি যে, বীর্যের উপর স্তরে স্তরে কি কি পরিবর্তন আসে? কি কি ভাবে এতে অস্থি ও রক্ত-মাংস সৃষ্টি হয়? এই ক্ষুদে জগতের অস্তিত্বের মধ্যে খাদ্য আহরণ করার, রক্ত তৈরী করার ও জীবাত্মা সৃষ্টি করার কেমন যন্ত্রপাতি কি কি ভাবে স্থাপন করা হয় এবং শ্রবণ, দর্শন, কথন, আস্বাদন ও অনুধাবন শক্তি নিহিত করা হয়, যার ফলে একটি মানুষের অস্তিত্ব একটি চলমান কারখানাতে পরিণত হয়? পিতাও কোন খবর রাখে না এবং যে জননীর উদরে এসব হচ্ছে, সেও কিছু জানে না। জ্ঞান-বুদ্ধি বলে কোন বস্তু দুনিয়াতে থেকে থাকলে সে কেন বুঝে না যে, কোন স্রষ্টা ব্যতীত মানুষের অত্যাশ্চর্য ও অভাবনীয় সত্তা আপনা-আপনি তৈরী হয়ে যায়নি। কে সেই স্রষ্টা? পিতা-মাতা তো জানেও না যে, কি তৈরী হল, কিভাবে হল? প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত তারা অনুমানও করতে পারে না যে, গর্ভস্থ ভ্রূণ ছেলে

না মেয়ে? তবে কে সেই শক্তি, যে উদর, গর্ভাশয় ও ভ্রূণের উপরস্থ ঝিল্লি---এই তিন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে এমন সুন্দর-সুশ্রী শ্রবণকারী, দর্শনকারী ও অনুধাবনকারী সত্তা তৈরী করে দিয়েছেন? এরূপ স্থলে যে ব্যক্তি تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ---(সুন্দরতম স্রষ্টা আল্লাহ্ মহান) বলে উঠে না, সে জ্ঞান-বুদ্ধির শত্রু।

এরপরের আয়াতসমূহে এ কথাও বলা হয়েছে যে, হে মানব! তোমাদের জন্মগ্রহণ ও বিচরণশীল কর্মঠ মানুষ হয়ে যাওয়ার পরও অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও সকল কাজ-কারবারে তোমরা আমারই মুখাপেক্ষী। আমি তোমাদের মৃত্যুরও একটি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছি। এই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তোমাদের যে আয়ুষ্কাল রয়েছে, তাতে তোমরা নিজেদেরকে স্বাধীন ও স্বাবলম্বীরূপে পেয়ে থাক। এটাও তোমাদের বিভ্রান্তি বৈ নয়। আমি এই মুহূর্তেই তোমাদেরকে নাস্তানাবুদ করে তোমাদের স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করতে সক্ষম। অথবা তোমাদেরকে ধ্বংস না করে অন্য কোন জীবের কিংবা জড় পদার্থের আকারে পরিবর্তিত করে দিতেও সক্ষম। নির্ধারিত সময়ে মৃত্যু আসার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমরা নিজেদের স্থায়িত্বের ব্যাপারে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী নও; বরং তোমাদের স্থায়িত্ব একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এক বিশেষ শক্তি, সামর্থ্য ও জ্ঞান-বুদ্ধির বাহক করেছেন। এগুলোকে কাজে লাগিয়ে তোমরা অনেক কিছু করতে পার।

مَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ এর সারমর্ম এই যে, কেউ আমার ইচ্ছাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে না। আমি এই মুহূর্তেও যা চাই, তাই করতে পারি, اَنْ نُبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ অর্থাৎ তোমাদের স্থলে তোমাদেরই মত অন্য কোন জাতি নিয়ে আসতে পারি وَنُنْشِئَكُمْ فِىْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ---এবং তোমাদের এমন আকৃতি করে দিতে পারি, যা তোমরা জান না। অর্থাৎ মৃত্যুর পর মাটি হয়ে যেতে পার অথবা অন্য কোন জন্তুর আকারেও পরিবর্তিত হয়ে যেতে পার; যেমন বিগত উম্মতের মধ্যে আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে বানর ও শূকরে পরিণত হওয়ার আযাব এসে গেছে। তোমাদেরকে প্রস্তর ও জড় পদার্থের আকারেও পরিণত করে দেওয়া যেতে পারে।

اَفَرَاَيْتُمْ مَا تَحْرُثُوْنَ ---খাদ্য মানুষের জীবন ধারণের প্রধান ভিত্তি। মানব সৃষ্টির গূঢ় তত্ত্ব উদঘাটিত করার পর এখন এই খাদ্যের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন রাখা হয়েছে: তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? এই বীজ থেকে অংকুর বের

করার ব্যাপারে তোমাদের কাজের কতটুকু দখল আছে? চিন্তা করলে এছাড়া জওয়াব নেই যে, কৃষক ক্ষেতে লাঙ্গল চালিয়ে, সার দিয়ে মাটি নরম করেছে মাত্র, যাতে দুর্বল অংকুর মাটি ভেদ করে সহজেই গজিয়ে উঠতে পারে। বীজ বপনকারী কৃষকের সমগ্র প্রচেষ্টা এই এক বিন্দুতেই সীমাবদ্ধ। চারা গজিয়ে উঠার পর সে তার হিফাযতে লেগে যায়। কিন্তু একটি বীজের মধ্য থেকে চারা বের করে আনার সাধ্য তার নেই। সে চারাটি তৈরী করেছে বলে দাবীও করতে পারে না। কাজেই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, মণের মণ মাটির স্তূপে পতিত বীজের মধ্য থেকে এই সুন্দর ও মহোপকারী বৃক্ষ কে তৈরী করল? জওয়াব এটাই যে, সেই পরম প্রভু, অপার শক্তিধর আল্লাহ্ তা'আলার অত্যাশ্চর্য কারিগরিই এর প্রস্তুতকারক।

এরপর যে পানির অপর নাম জীবন এবং যে অগ্নি দ্বারা মানুষ রান্না-বান্না করে ও শিল্প-কারখানা পরিচালনা করে, সেগুলোর সৃষ্টি সম্পর্কে একই ধরনের প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করা হয়েছে। উপসংহারে সবগুলোর সার-সংক্ষেপ এরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ - مقوين শব্দটি اقواء থেকে

এবং اقواء اقواء শব্দটিকে قواء থেকে লওয়া হয়েছে। এর অর্থ মরু। কাজেই قوى শব্দের অর্থ হবে মরুবাসী। এখানে মুসাফির বোঝানো হয়েছে, যে প্রান্তরে অবস্থান করে খানাপিনার ব্যবস্থাপনায় রত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব সৃষ্টি আমারই শক্তি-সামর্থ্যের ফসল।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ-এর অবশ্যম্ভাবী ও যুক্তিভিত্তিক পরিণতি এই যে, মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তি ও তওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং মহান পালন-কর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করবে। এটাই তাঁর অবদানসমূহের কৃতজ্ঞতা।

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ﴿٧٥﴾ وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ﴿٧٦﴾
اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ﴿٧٧﴾ فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ﴿٧٨﴾ لَّا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا
الْمُطَهَّرُوْنَ ﴿٧٩﴾ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾ اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ
اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٨٢﴾ فَلَوْلَآ
اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ﴿٨٣﴾ وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ اَقْرَبُ
اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَآ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ﴿٨٦﴾

تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۝
فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ ۝ وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ
الْيَمِيْنِ ۝ فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۝ وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ
الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ۝ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ۝ وَّتَصْلِيَةُ
جَحِيْمٍ ۝ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ۝ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۝

(৭৫) অতএব আমি তারকারাজির অস্তাচলের কসম খাচ্ছি, (৭৬) নিশ্চয় এটা এক মহা কসম ---যদি তোমরা জানতে, (৭৭) নিশ্চয় এটা সম্মানিত কোরআন, (৭৮) যা আছে এক গোপন কিতাবে, (৭৯) যারা পাক-পবিত্র, তারা ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ করবে না। (৮০) এটা বিশ্ব-পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (৮১) তবুও কি তোমরা এই বাণীর প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করবে? (৮২) এবং একে মিথ্যা বলাকেই তোমরা তোমাদের ভূমিকায় পরিণত করবে? (৮৩) অতঃপর যখন কারও প্রাণ কণ্ঠাগত হয় (৮৪) এবং তোমরা তাকিয়ে থাক, (৮৫) তখন আমি তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি; কিন্তু তোমরা দেখ না। (৮৬) যদি তোমাদের হিসাব-কিতাব না হওয়াই ঠিক হয়, (৮৭) তবে তোমরা এই আত্মাকে ফিরাও না কেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (৮৮) যদি সে নৈকট্যশীলদের একজন হয়; (৮৯) তবে তার জন্য আছে সুখ, উত্তম রিযিক এবং নিয়ামতে ভরা উদ্যান। (৯০) আর যদি সে ডান পার্শ্বস্থদের একজন হয়, (৯১) তবে তাকে বলা হবে: তোমার জন্য ডান পার্শ্বস্থদের পক্ষ থেকে সালাম। (৯২) আর যদি সে পথভ্রষ্ট মিথ্যারোপকারীদের একজন হয়, (৯৩) তবে তার আপ্যায়ন হবে উত্তপ্ত পানি দ্বারা। (৯৪) এবং সে নিক্ষিপ্ত হবে অগ্নিতে। (৯৫) এটা ধ্রুব সত্য। (৯৬) অতএব আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনের বাস্তবতা কোরআন দ্বারা প্রমাণিত আছে; কিন্তু তোমরা কোরআন মান না। অতএব) আমি তারকারাজির অস্তাচলের শপথ করছি। তোমরা যদি চিন্তা কর, তবে এটা এক মহা শপথ। (এ বিষয়ে শপথ করছি যে) নিশ্চয় এটা সম্মানিত কোরআন, যা এক সংরক্ষিত কিতাবে (অর্থাৎ 'লওহে-মাহ্ফুযে' পূর্ব থেকে) আছে। (লওহে-মাহ্ফুয এমন যে গোনাহ্ থেকে) পাক পবিত্র ফেরেশতাগণ ব্যতীত কেউ (অর্থাৎ কোন শয়তান ইত্যাদি) একে স্পর্শ করতে পারে না। (এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া তো দূরের কথা। সুতরাং কোরআন 'লওহে-মাহ্ফুয' থেকে দুনিয়া পর্যন্ত ফেরেশতাদের মাধ্যমেই আগমন করেছে। এটাই নবুওয়ত। শয়তান কোরআনকে আনতেই পারে না যে,

একে অতীন্দ্রিয়বাদ বলে সন্দেহ করা যাবে। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেনঃ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ এবং وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ এতে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন) বিশ্ব-পালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (كَرِيمٌ শব্দের ইঙ্গিতার্থ এটাই ছিল। এখানে নক্ষত্ররাজির অস্তমিত হওয়ার শপথ করার অর্থ ও উদ্দেশ্য তাই, যা সূরা নজমের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে। কোরআনে বর্ণিত সব শপথই সার্থকরূপে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। ফলে সবগুলো শপথই মহান। কিন্তু কোন কোন স্থানে উদ্দেশ্যকে গুরুত্বদানের জন্য মহান হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টত উল্লেখও করা হয়েছে)। তবুও কি তোমরা এই কালামের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করবে? (অর্থাৎ একে সত্য বলে বিশ্বাস করাকে জরুরী মনে করবে না?) তদুপরি একে মিথ্যা বলাকেই তোমরা তোমাদের ভূমিকায় পরিণত করবে? (ফলে তোমরা তওহীদ এবং কিয়ামতকেও অস্বীকার করছ)। অতএব (এই অস্বীকৃত যদি সত্য হয়, তবে) যখন (মরণোন্মুখ ব্যক্তির) প্রাণ কণ্ঠাগত হয় এবং তোমরা (বসে বসে অসহায়-ভাবে) তাকাতে থাক, তখন আমি তার (অর্থাৎ মরণোন্মুখ ব্যক্তির) তোমাদের অপেক্ষা অধিক নিকটে থাকি (অর্থাৎ তার অবস্থা সম্পর্কে তোমাদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত থাকি। কেননা, তোমরা শুধু তার বাহ্যিক অবস্থা দেখ। আর আমি তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কেও জ্ঞাত থাকি। কিন্তু (আমার এই জ্ঞানগত নৈকট্যকে মূর্খতা ও কুফরের কারণে) তোমরা বুঝ না। অতএব যদি (বাস্তবে) তোমাদের হিসাব-কিতাব না হওয়াই ঠিক হয়, (যেমন তোমরা মনে কর) তবে তোমরা এই আত্মাকে (দেহে) ফিরাও না কেন? (তোমরা তো তখন তা কামনাও কর) যদি তোমরা (কিয়ামত ও হিসাব-কিতাব অস্বীকার করার ব্যাপারে) সত্যবাদী হও? (উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যখন দেহে আত্মা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম নও তখন কিয়ামতে আত্মার পুনরুজ্জীবনকে রোধ করতে কিরূপে সক্ষম হবে? সুতরাং তোমা-দের অস্বীকৃতি অনর্থক। অতএব যখন প্রমাণিত হল যে, কিয়ামতের আগমন অবশ্যম্ভাবী, তখন কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়) যে ব্যক্তি নৈকট্যশীলদের একজন হবে (যাদের কথা পূর্বে وَالسَّابِقُونَ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে) তার জন্য আছে সুখ (স্বাচ্ছন্দ), খাদ্য এবং আরামের জান্নাত। আর যে ব্যক্তি ডান পার্শ্বস্থদের একজন হবে, (যাদের কথা وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) তাকে বলা হবেঃ তোমার জন্য (বিপদাপদ থেকে) শান্তি। কারণ, তুমি ডান পার্শ্বস্থদের একজন। (অনুকম্পা অথবা তওবার কারণে প্রথমেই ক্ষমাপ্রাপ্ত হলে তাকে প্রথমেই এ কথা বলা হবে। পক্ষান্তরে শাস্তি-লাভের পর ক্ষমাপ্রাপ্ত হলে একথা শেষে বলা হবে)। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট মিথ্যারোপকারী-দের একজন হবে, তার আপ্যায়ন হবে উত্তপ্ত পানি দ্বারা এবং সে প্রবেশ করবে জাহান্নামে।

নিশ্চয় এটা (অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হল) ধ্রুব সত্য। অতএব (যিনি এগুলো করেন) আপনি আপনার (সেই) মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তি ও পার্থিব সৃষ্টির মাধ্যমে কিয়ামতে পুনরুজ্জীবনের যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ পেশ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শপথ সহকারে পেশ করা হচ্ছে।

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ —قسم-এর শুরুতে অতিরিক্ত لا পদের ব্যবহার একটি সাধারণ বাকপদ্ধতি। যেমন বলা হয় لَا وَاللّٰهِ মূর্খতা যুগের কসমে لا وابيك সুবিদিত। কেউ কেউ বলেন যে, এরূপ স্থলে لا সম্বোধিত ব্যক্তির ধারণা খণ্ডনের জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ তোমার ধারণা ঠিক নয়; বরং এরপর শপথ করে যা বলা হচ্ছে তাই সত্য। مواقع শব্দটি موقع এর বহুবচন। এর অর্থ নক্ষত্রের অস্তাচল অথবা অস্তের সময়। এ আয়াতে নক্ষত্রের অস্ত যাওয়ার সময়ের শপথ করা হয়েছে, যেমন সূরা নজমেও وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى বলে তাই করা হয়েছে। এর রহস্য এই যে, অস্ত যাওয়ার সময় দিগন্তে নক্ষত্রের কর্ম সমাপ্তি দৃষ্টিগোচর হয় এবং তার চিহ্নের অবসান প্রত্যক্ষ করা হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, নক্ষত্র চিরন্তন নয়; বরং আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের মুখাপেক্ষী।

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ—যে বিষয়বস্তু বর্ণনা করার উদ্দেশে পূর্ববর্তী আয়াতে শপথ করা হয়েছিল, এখান থেকে তাই বর্ণিত হচ্ছে। এর সারমর্ম এই যে, কোরআন পাক সম্মানিত ও সংরক্ষিত কিতাব এবং মুশরিকদের এই ধারণা মিথ্যা যে, কোরআন কারও রচিত অথবা শয়তান কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট কালাম। নাউযুবিল্লাহ্!

كِتَابٍ مَكْنُونٍ----অর্থাৎ গোপন কিতাব। একথা বলে লওহে মাহ্ফুয বোঝানো হয়েছে। لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ—এখানে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। তফসীরবিদগণ এসব বিষয়ে মতভেদ করেছেন। এক. ব্যাকরণিক দিক দিয়ে এই বাক্যের দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। প্রথম এই যে, এটা কিতাব অর্থাৎ 'লওহে মাহ্ফুযের'ই দ্বিতীয় বিশেষণ এবং لَا يَمَسُّهُ

এর সর্বনাম দ্বারা লওহে মাহ্ফুযই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, গোপন কিতাব অর্থাৎ লওহে মাহ্ফুযকে পাক-পবিত্র লোকগণ ব্যতীত কেউ স্পর্শ করতে পারে না। এমতাবস্থায় مطهرون অর্থাৎ 'পাক-পবিত্র লোকগণ'—এর অর্থ ফেরেশতাগণই হতে পারে, যারা 'লওহে মাহ্ফুয পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম। এ ছাড়া مس শব্দটিকে তার আসল অর্থে নেওয়া যায় না; বরং مس তথা স্পর্শ করার রূপক অর্থ নিতে হবে অর্থাৎ লওহে মাহ্ফুযে লিখিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। কেননা, লওহে মাহ্ফুযকে হাতে স্পর্শ করা ফেরেশতা প্রমুখ সৃষ্ট জীবের কাজ নয়।—(কুরতুবী) তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই অর্থ ধরেই তফসীর করা হয়েছে।

দ্বিতীয় সম্ভাব্য অর্থ এই যে, এ বাক্যটি إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ বাক্যে অবস্থিত 'সম্মানিত' শব্দটি কোরআনের বিশেষণ। এমতাবস্থায় لايمسه এর সর্বনাম দ্বারা কোরআন বোঝানো হবে। কোরআনের অর্থ হবে সেই কপি, যাতে কোরআন লিখিত আছে এবং مس শব্দটি হাতে স্পর্শ করার আসল অর্থে থাকবে। কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ইমাম মালেক (র) বলেন: আমি এই আয়াতের যত তফসীর শুনেছি, তন্মধ্যে এই তফসীরই উত্তম। এর মর্মও তাই, যা সূরা আবাসা-র নিম্নোক্ত আয়াত-সমূহের মর্ম: فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ (কুরতুবী, রূহুল মা'আনী)

এর সারমর্ম এই যে, আলোচ্য বাক্যটি كِتَابٍ مَكْنُونٍ-এর বিশেষণ নয়, বরং কোরআনের বিশেষণ।

দুই. দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এখানে এই যে, مُطَهَّرُونَ অর্থাৎ 'পাক-পবিত্র' কারা? বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী তফসীরবিদের মতে এখানে ফেরেশতাগণকে বোঝানো হয়েছে, যাঁরা পাপ ও হীন কাজকর্ম থেকে পবিত্র। হযরত আনাস, সায়ীদ ইবনে জুবায়ের ও ইবনে আব্বাস (রা) এই উক্তি করেছেন।—(কুরতুবী, ইবনে কাসীর) ইমাম মালেক (র)-ও এই উক্তিই পছন্দ করেছেন।—(কুরতুবী)

কিছু সংখ্যক তফসীরবিদ বলেন: কোরআনের অর্থ কোরআনের লিখিত কপি এবং مطهرون এর অর্থ এমন লোক, যারা 'হদসে আসগর' ও 'হদসে আকবর' থেকে পবিত্র। বে-ওযূ অবস্থাকে 'হদসে আসগর' বলা হয়। ওযূ করলে এই অবস্থা দূর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বীর্যস্খলনের পরবর্তী অবস্থা এবং হায়েয ও নিফাসের অবস্থাকে 'হদসে আকবর' বলা হয়। এই হদস থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করা জরুরী। এই তফসীর হযরত আতা, তাউস, সালেম ও বাকের (র) থেকে বর্ণিত আছে।—(রূহুল মা'আনী)।

এমতাবস্থায় لَا يَمَسُّهُ এই সংবাদসূচক বাক্যটির অর্থ হবে নিষেধসূচক। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পবিত্রতা ব্যতীত কোরআনের কপি স্পর্শ করা জায়েয নয়। পবিত্রতার অর্থ হবে বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হওয়া, বে-ওযূ না হওয়া এবং বীর্যস্খলনের পরবর্তী অবস্থা না হওয়া। কুরতুবী এই তফসীরকেই অধিক স্পষ্ট বলেছেন এবং তফসীরে মাযহারীতে এ ব্যাখ্যাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

হযরত ওমর ফারূক (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় বর্ণিত আছে যে, তিনি ভগ্নি ফাতেমাকে কোরআন পাঠরতা অবস্থায় পেয়ে কোরআনের পাতা দেখতে চান। ভগ্নী আলোচ্য আয়াত পাঠ করে কোরআনের পাতা তাঁর হাতে দিতে অস্বীকার করেন। অগত্যা তিনি গোসল করে পাতাগুলো হাতে নিয়ে পাঠ করেন। এই ঘটনা থেকেও শেষোক্ত তফসীরের অগ্রগণ্যতা বোঝা যায়। যেসব হাদীসে অপবিত্র অবস্থায় কোরআন স্পর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলোকেও কেউ কেউ এই তফসীরের সমর্থনে পেশ করেছেন।

যেহেতু এই প্রশ্নে হযরত ইবনে আব্বাস ও আনাস (রা) প্রমুখ সাহাবী মতভেদ করেছেন। তাই অনেক তফসীরবিদ অপবিত্র অবস্থায় কোরআন পাক স্পর্শ করার নিষেধাজ্ঞা সপ্রমাণ করার জন্য এই আয়াতকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন না। তাঁরা এর প্রমাণ হিসাবে কয়েকটি হাদীস পেশ করেন মাত্র। হাদীসগুলো এই ঃ

হযরত আমর ইবনে হযমের নামে লিখিত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র একখানি পত্র ইমাম-মালেক (র) তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে একটি বাক্য এরূপও আছে ঃ لا يمس القرا ن الا طا هر — অর্থাৎ অপবিত্র ব্যক্তি যেন কোরআনকে স্পর্শ না করে।---(ইবনে কাসীর)

রূহুল মা'আনীতে এই রেওয়ায়েত মসনদে আবদুর রাযযাক, ইবনে আবী দাঊদ ও ইবনুল মুনযির থেকেও বর্ণিত আছে। তিবরানী ও ইবনে মরদুওয়াইহি বর্ণিত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের বাচনিক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ لا يمس القرا ن الا طا هر ---(রূহুল মা'আনী)।

মাসআলা ঃ উল্লিখিত রেওয়ায়েতসমূহের ভিত্তিতে অধিকাংশ উম্মত এবং ইমাম চতুষ্টয় এ বিষয়ে একমত যে, কোরআন পাক স্পর্শ করার জন্য পবিত্রতা শর্ত। এর খিলাফ করা গোনাহ্। পূর্ববর্ণিত সকল পবিত্রতাই এতে দাখিল আছে। হযরত আলী, ইবনে মসঊদ, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, সায়ীদ ইবনে যায়দ, আতা, যুহরী, নাখয়ী, হাকাম, হাম্মাদ, ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আবূ হানীফা সবারই এই মাযহাব। উপরে যে মতভেদ বর্ণিত হয়েছে, তা কেবল মাসআলার দলীলে, আসল মাসআলায় নয়। কেউ কেউ কোরআনের আয়াত এবং উল্লিখিত হাদীসের সমষ্টি দ্বারা এই মাসআলাটি সপ্রমাণ করেছেন এবং কেউ কেউ শুধু হাদীসকেই দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। সাহাবীদের মতভেদের কারণে তাঁরা আয়াতকে দলীল হিসাবে পেশ করা থেকে বিরত রয়েছেন।

মাসআলা ঃ কোরআন পাকের যে গিলাফ মলাটের সাথে সেলাই করা, তাও ওযূ

ব্যতীত স্পর্শ করা সর্বসম্মতভাবে না-জায়েয। তবে আলাদা কাপড়ের গিলাফে কোরআন পাক বন্ধ থাকলে ওযূ ব্যতীত তাতে হাত লাগানো ইমাম আবূ হানীফার মতে জায়েয। ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে তাও না-জায়েয।---(মাযহারী)

মাসআলা ঃ বে-ওযূ অবস্থায় পরিধেয় কাপড়ের আস্তিন অথবা আঁচল দ্বারা কোরআন পাক স্পর্শ করাও জায়েয নয়, রুমাল দ্বারা স্পর্শ করা যায়।

মাসআলা ঃ আলিমগণ বলেন ঃ এই আয়াত দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, বীর্যস্খলনের পরবর্তী অবস্থায় এবং হায়েয ও নিফাসের অবস্থায় কোরআন পাক তিলাওয়াত করাও জায়েয নয়। গোসল করার পর জায়েয হবে। কারণ, কপিতে লিখিত শব্দাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব হলে মুখে উচ্চারিত শব্দাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আরও বেশী ওয়াজিব হওয়া দরকার। কাজেই বে-ওযূ অবস্থায়ও তিলাওয়াত নাজায়েয হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাসের হাদীস এবং মসনদে আহ্‌মদে বর্ণিত হযরত আলীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বে-ওযূ অবস্থায় তিলাওয়াত করেছেন। এ কারণে ফিকহ্‌বিদগণ এর অনুমতি দিয়েছেন।--(মাযহারী)

أَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُوْنَ — مُدْهِنُوْنَ শব্দটি اِدْهَان থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ তেল মালিশ করা। তেল মালিশ করলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নরম ও শিথিল হয়। তাই এই শব্দটি অবৈধ ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করা ও কপটতা করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতে এই শব্দটি কোরআনী আয়াতের ব্যাপারে কপটতা ও মিথ্যারোপ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ وَأَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَا تُبْصِرُوْنَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ تَرْجِعُوْنَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ۝

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদি দ্বারা ও পরে নক্ষত্ররাজির কসম করে দু'টি বিষয় সপ্রমাণ করা হয়েছে। এক. কোরআন আল্লাহ্‌র কালাম। এতে কোন শয়তান ও জিনের প্রভাব থাকতে পারে না। এর বিষয়বস্তু সত্য। দুই. কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং সব মৃত পুনরুজ্জীবিত হয়ে আল্লাহ্‌র সামনে নীত হবে। পরিশেষে এসব সুস্পষ্ট প্রমাণের বিরুদ্ধে কাফির ও মুশরিকদের অস্বীকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

কিয়ামত ও মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে অস্বীকার কাফিরদের পক্ষ থেকে যেন এ বিষয়ের দাবী যে, তাদের প্রাণ ও আত্মা তাদেরই করায়ত্ত। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা অপ-নোদনের জন্য আলোচ্য আয়াতসমূহে একজন মরণোন্মুখ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে যে, যখন তার আত্মা কণ্ঠাগত হয় তার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব অসহায়ভাবে তার দিকে

তাকিয়ে থাকে এবং তারা কামনা করে যে, তার আত্মা বের না হোক, তখন আমি জ্ঞান ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি। নিকটে থাকার অর্থ এই যে, তার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত ও সক্ষম থাকি। কিন্তু তোমরা আমার নৈকট্য ও মরণোন্মুখ ব্যক্তি যে আমার করায়ত্ত---এ বিষয়টি চর্মচক্ষে দেখ না। সারকথা এই যে, তোমরা সবাই মিলে তার জীবন ও আত্মার হিফাযত করতে চাও, কিন্তু তোমাদের সাধ্যে কুলায় না। তার আত্মার নির্গমন কেউ রোধ করতে পারে না। এই দৃষ্টান্ত সামনে রেখে বলা হয়েছে ঃ যদি তোমরা মনে কর যে, মৃত্যুর পর তোমাদেরকে জীবিত করা যাবে না এবং তোমরা এমন শক্তিশালী ও বীরপুরুষ যে, আল্লাহ্‌র নাগালের বাইরে চলে গেছ, তবে এখানেই স্বীয় শক্তিমত্তা ও বীরত্ব পরীক্ষা করে দেখ এবং এই মরণোন্মুখ ব্যক্তির আত্মার নির্গমন রোধ কর কিংবা নির্গমনের পর তাকে পুনরায় দেহে ফিরিয়ে আন। তোমরা যখন এতটুকুও করতে পার না, তখন নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র নাগালের বাইরে মনে করা এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে অস্বীকার করা কতটুকু নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক!

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ---পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে একথা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হয়ে কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে এবং হিসাবের পর প্রতিদান ও শাস্তি সুনিশ্চিত। সূরার শুরুতে বলা হয়েছে যে, প্রতিদান ও শাস্তির পর সবাই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে এবং প্রত্যেকের প্রতিদান আলাদা আলাদা হবে। আলোচ্য আয়াতে তাই আবার সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর এই ব্যক্তি নৈকট্যশীলদের একজন হলে সুখই সুখ এবং আরামই আরাম ভোগ করবে। আর যদি 'আসহাবুল ইয়ামীন' তথা সাধারণ মু'মিনদের একজন হয়, তবে সেও জান্নাতের অবদান লাভ করবে। পক্ষান্তরে যদি 'আসহাবে শিমাল' তথা কাফির ও মুশরিকদের একজন হয়, তবে জাহান্নামের অগ্নি ও উত্তপ্ত পানি দ্বারা তাকে আপ্যায়ন করা হবে। পরিশেষে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ---অর্থাৎ উল্লিখিত প্রতিদান ও শাস্তি ধ্রুব সত্য। এতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ---সূরার উপসংহারে রসূলে করীম (সা)-কে বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন। এতে নামাযের ভেতরের ও বাইরের সব তসবীহ্ দাখিল রয়েছে। খোদ নামাযকেও মাঝে মাঝে তসবীহ্ বলে ব্যক্ত করা হয়। এমতাবস্থায় এটা নামাযের প্রতি গুরুত্ব দানেরও আদেশ হয়ে যাবে।